দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 21 FEB 1988
পৃষ্ঠা … কলাম …

016

গ্রাম বাংলার শিক্ষা উন্নয়ন

মুহাম্মদ আলমগীর

বাংলাদেশ 'গ্রাম বাংলা' হিসেবে বিশ্বে পরিচিত। ৬৮ হাজার গ্রাম সমষ্টিতে এদেশ। এদেশের শহর-বন্দর-নগর ৬৮ হাজার গ্রামবাসীর আর্থ-সামাজিক শ্রমের স্বর্ণফসল। বাংলাদেশের উন্নতি ও উৎকর্ষ বিধানে গ্রাম-উন্নয়ন যে অপরিহার্য তা বিশদ ব্যখ্যার অপেক্ষা রাখে না। আর এ উন্নয়ন যথার্থভাবেই নির্ভর করে শিক্ষা উন্নয়নের উপর।

শিক্ষা, উন্নয়ন গ্রাম ভিত্তিক হওয়া শুধু বাঞ্ছনীয়ই নয়, বরং অপরিহার্য। এদেশের লোকসংখ্যা প্রায় ১০ কোটি এর শতকরা ৯০ ভাগ গ্রামে বাস করে। অর্থাৎ এদেশের বিপুল জনসম্পদ তথা জনশক্তি গ্রামীণ। এই বিপুল জনশক্তিকে সুশিক্ষিত দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরিত করার উপর নির্ভরশীল করছে গোটা বাংলাদেশের সার্বিক প্রগতি ও উন্নয়ন।

গ্রামের মাটি ও মানুষের ধর্ম ও প্রকৃতি, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে ভিত্তি করেই শিক্ষার পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন একান্ত প্রয়োজন। এই দৃষ্টিতে দেহ ও মনের সুষম কল্যাণকর বিকাশই হচ্ছে শিক্ষার মূল লক্ষ্য। অন্যকথায় শিক্ষা হচ্ছে "a Process of Changing the Attitude of the Learners to the Desisred Direction" —শিক্ষার্থীদের মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি অভিষ্ট লক্ষে পরিবর্তন করার মাধ্যম বা পদ্ধতিই হচ্ছে শিক্ষা। অভিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারিত হয় দেশজ ধর্ম-সাহিত্য-সংস্কৃতিকে ভিত্তি করে।

সরকারী আধা সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে গ্রামবাসীকে শিক্ষার আলোকে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা বিদ্যমান রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ সরকারী ও বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা সমগ্র বাংলাদেশে ৪৩,০৩৯টি। এর মধ্যে ৪০,২৫০টি গ্রাম এলাকায় অবস্থিত। এছাড়া প্রায় ২ লাখ মসজিদের মধ্যে ১ লাখ ২৫ হাজারের মত মসজিদ গ্রামে রয়েছে।

এসব মসজিদের অধিকাংশই মকতব ও ফোরকানিয়া ভিত্তিক শিক্ষাদান করে আসছে পল্লীর শিশু-কিশোরদেরকে। বড়দের মধ্যে শিক্ষাদানের জন্যে "বয়স্ক শিক্ষা পরিদপ্তর সহ "সমাজ কল্যাণ অধিদপ্তর", "বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী" ও সমাজ-সেবামূলক দেশী-বিদেশী অন্যূন ৫০০ সংস্থা অর্থকরী ও পেশাগত বিভিন্নমুখী শিক্ষাক্রম চালু রেখেছে। তাছাড়া প্রায় প্রতি গ্রামেই হস্ত- ও কুটির শিল্প পরিবার ভিত্তিতে বংশপরম্পরায় চলে আসছে আবহমান কালধরে। ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, মসজিদ সমাজ, কম্যুনিটি স্কুল ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান প্রাথমিক সাধারণ শিক্ষা প্রদানের সাথে সাথে কৃষি, বৃক্ষ রোপণ, মাছ চাষ, হাঁসমুরগীর খামার, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা, সমবায় সমিতির মাধ্যমে গ্রাম বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন প্রয়াসী রয়েছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও পল্লী বাংলার শিক্ষোন্নয়ন আশানুরূপ নয়, বললে সত্যের অপলাপ হবে না। কারণঃ

১. বাংলাদেশের সাধারণ শিক্ষা আজও জাতীয় আদর্শ ও লক্ষ্য যথাযথ নির্ধারণ সাফল্য অর্জন করতে পারেনি।

২. সাধারণ ও কারিগরি শিক্ষার সাথে বাস্তব জীবনের সংযোগ প্রায় নেই বললেই চলে।

৩. দারিদ্র্যের তীব্রতায় অনেক অভিভাবক স্বীয় মাস্তানদেরকে বিদ্যালয়ে পাঠানোর পরিবর্তে ক্ষেত খামারে দিনমজুর হিসেবে পাঠাতে বাধ্য হচ্ছেন।

৪. প্রচলিত শিক্ষা শিক্ষার্থীদেরকে প্রচণ্ডভাবে শহরমুখী করে তোলছে যার ফলে শিক্ষিত সমাজ নেশা অপেক্ষা চাকুরীর স্বার্থে গ্রামোন্নয়নে নিযুক্ত রয়েছেন।

৫. প্রচার মাধ্যমে গ্রামোন্নয়নের কর্মসূচী অধিকাংশ ক্ষেত্রে জীবন বিকাশ অপেক্ষা "কলা" বা "শিল্প" হিসেবে উত্তরণের প্রয়াসী।

মোটামুটি উক্ত আলোচনার প্রেক্ষাপটে পল্লী বাংলার যথার্থ অর্থে শিক্ষা উন্নয়নের জন্য সরকার অধুনা শাসন ও বিচারের যে বিকেন্দ্রীকরণ করেছেন এর সাথে শিক্ষা উন্নয়নের জন্যে চীন-রাশিয়ার মত ছুটিকালীন সময়ে ছাত্র-শিক্ষকদের দ্বারা পল্লীতে অন্ততপক্ষে খণ্ডকালীন স্বল্প মেয়াদী শিক্ষাদানের আশু ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। হাতে কলমে কৃষি ও অন্যান্য পেশা শিক্ষাদানের জন্য সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদেরও এ ক্ষেত্রে কর্মসূচী গ্রহণ অতীব প্রয়োজন। 'পিলসুজ' সদৃশ গ্রামগুলোকে শিক্ষা ও কর্মদক্ষতায় উন্নত এবং নিপুণ করার জন্য শহুরে বিলাস জীবনের মোহ পরিত্যাগ করার মাঝেই রয়েছে পল্লী বাংলার উন্নয়ন। এজন্য প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও কম্যুনিটি সেন্টারগুলোকে শিক্ষাগার হিসেবে ব্যবহারের পরিকল্পনা নেয়া যেতে পারে। লক্ষ্যণীয় শিক্ষা হচ্ছে "জীয়ন কাঠি"। এর পরশে পাষাণপুরীর মত স্থবির গ্রামবাসীর জীবন ও পরিবেশকে চঞ্চল ও উন্নয়নমুখী করার দায়িত্ব রাজপুত সদৃশ শহুরে শিক্ষিত সমাজের। বলাবাহুল্য এই অনুভূতির জাগরণ ও এর বাস্তব প্রয়োগই হচ্ছে পল্লী বাংলার প্রকৃত শিক্ষা উন্নয়নের মূর্ত প্রকাশ।

"শিক্ষা" প্রকৃতির আলো-হাওয়া-পানির মত সার্বজনীন। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে প্রায় নিরক্ষীয় শিক্ষা জনিয় অধিকার সবার। বাংলাদেশ সরকার "২০০০ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা" বাস্তবায়নের পরিকল্পনা নিয়েছেন। এই দৃষ্টিতে "শিক্ষা" একটি State enterprise বা রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালনে যুগপৎ সরকার ও জনসাধারণের যৌথ ও সমষ্টিগত দায়িত্ব রয়েছে।